Spring & Summer: 2021 Issue No. 3 Colour Theme: Saffron

Grass Table

Your Global Mouthpiece in Asansol

e-Magazine

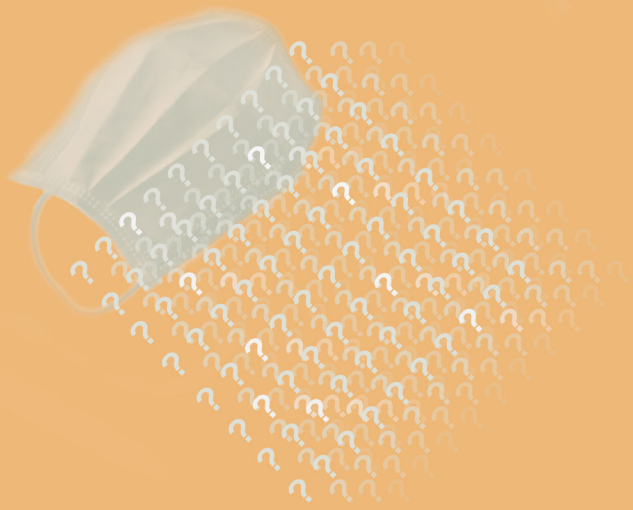

Magazine of

Banwarilal Bhalotia College
Asansol, West Bengal

সম্পাদকীয়

"The air I breathe, in a room empty of you, is unhealthy."

- John Keats

গত বছর থেকে উচ্চ শিক্ষায় যারা পদার্পণ করছেন, তাঁরা যেন শিক্ষাজগতের বৃহৎ আঙিনায় এসে অন্তর্জালের চক্রে হটাৎ জড়িয়ে পড়ে এক আজব শূন্যতায় এসে প্রবেশ করলেন; যেখানে নিবিড় হয়ে আসা ক্লাসরুম বা লাইব্রেরি নেই, ভার্চুয়াল সেই জীবনে কলেজ ক্যান্টিন এবং কমন রুমের প্রবেশ নিষিদ্ধ! জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়, রঞ্জিত হয় নতুনতর অভিজ্ঞতায়! গত প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে সেই প্রক্রিয়া রুদ্ধ হয়ে আছে। একের পর এক বিভিন্ন রঙের 'ইভেন্টস' বাতিল হয়ে গেল । নৈশভোজের নিমন্ত্রণগুলি স্থগিত রাখতে হলো! অথচ, বছরের শুরু শুরুতে নম নম করে হলেও, ক্যাম্পাসে বাগদেবীর আরাধনা হলো, হলো উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সার্টিফিকেট কোর্সের কার্যক্রম। ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান এবং উর্দূ বিভাগের সেমিনার, ক্যাম্পাস থেকেই কোভিড বিধি মেনে পালন করা হয়েছিল। ভাবা যাচ্ছিল, আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে উঠবে । পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করলো তার পরে পরেই! প্রায় অচল ক্যাম্পাসের বাইরে গত ক'মাসে যেন কান্নার দ্বিতীয় ঢেউ উঠলো । ছোট ছোট ছেলে বা মেয়েকে রেখে কত পরিবারের অভিভাবক, অভিভাবিকা বা কোন কোন ক্ষেত্রে বাবা-মা, উভয়েই মহামারীতে চলে গেলেন না ফেরার দেশে! ঈশ্বর আর সরকার এই সঙ্কটলগ্নে একাকার; মনে হয় যেন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখতেই তাঁরা ব্যস্ত আছেন। দৈনন্দিনতার একঘেয়েমিতে অতীতে কখনও সখনও দীর্ঘ অবকাশের শখ হয়েছে; কিন্তু সত্যি কি এই

জীবন আমরা চেয়েছিলাম! এই পরিণতি আমাদের দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল! আমরা যেন, বিধাতার অদৃশ্য পাশা খেলার ঘুঁটি মাত্র! সেই ঘুঁটি বিধাতার হস্তচ্যুত হয়ে পড়ছে তো পড়ছেই! তারপর... সেই দেশভাগের সময়ের মতোই, কত মানুষ যে এই কালসময়ের ফাটলে হারিয়ে যাচ্ছেন! আর যাঁরা স্বজন হারিয়ে বেঁচে রইলেন, ধস্ত তাঁদের মনগুলি কি বিষণ্ণতার চোরাবালিতেই তলিয়ে যাবে ?

সময়টা অশালীন হয়ে উঠেছে! কোন কোন রিউনিয়ন আর হবে না, কিছু তর্ক বিতর্ক অসমাপ্তই থেকে যাবে, কোন কোন নম্বর থেকে আর কল আসবে না বা টেক্সটের উত্তর পাওয়া যাবে না! বসন্তের চুক্তিভঙ্গ স্বাভাবিক, নিয়মিত হয়েছে! ফেসবুকের যে প্রোফাইল থেকে আর কোন নতুন পোস্ট হবে না,সেই দেয়ালে কেউ লিখে রেখে আসবে, 'Not fair'! মহামারীর এই সর্বগ্রাসী ঋতুতে গ্রীষ্মের দহন পোড়াতে পারছে না আঘাতে অসাড় হয়ে যাওয়া মন, শরীর! তবুও, তাপ বাড়ছে, পোড়া গন্ধে কটু হচ্ছে 'মলয় বাতাস'; কবরে, জ্বলন্ত চিতায় আজ জতুগৃহ গঙ্গা অববাহিকা, আমার দেশ!

প্রেমের কবিতা অর্থহীন শব্দ শৃঙ্খল রচনা করে পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে! গানে, সিনেমায় যা বলার ছিল, শোনা হয়ে গেছে! ভিডিও গেমস প্রার্থিত শান্তি দিতে নারাজ! খেলা দেখার ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাওয়া প্রিয়জনের পরিচিত নাড়াচাড়া, ভেসে আসা ঘ্রানের আরাম বা শরীরের সিল্যুয়েট ছায়াছবি আজ নিরুদ্দিষ্ট; গৃহকোণের অনাকাঙ্খিত নিঃস্তব্ধতা কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে!

আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়া এই জীবন কতটা আকাঙ্খিত, এই প্রশ্ন উঠছে মনে! যে স্বজনের মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা উষ্ণতা পেতাম, প্রাণবায়ু নিতাম সাহচর্য থেকে, তাকে/তাদের হারিয়ে এখন হৃদয়গ্রন্থি আবার স্পন্দিত হবে কি! এত-শত প্রশ্নে মন আজ নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত! কিন্তু স্মৃতি যে সত্যদ্রষ্টা হয়ে তাকিয়ে আছে ভেঙেচুরে যাওয়া মুখের দিকে! বলছে, জীবন পরিমিত বলেই সুন্দর , অসময়ে হারিয়ে যাওয়া মানুষটি কি সহ্য করতে পারতো ফেলে আসা প্রিয়ের বিষণ্ণ, হতোদ্যম হয়ে ক্রমশঃ অস্তে যাওয়া! স্মৃতি জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রেমজ গ্রন্থি,বন্ধনগুলি কি কাতর প্রাণগুলিকে বেঁচে ওঠার রসদ আদৌ যোগাবে না; আলো হয়ে পথ দেখাবে না!

আমরা দেখতে পেলাম এই অসময়ে, বহু মানুষ নিজের বিপদ আপদ তুচ্ছ করে পথে নেমে এলেন, দূরে সরিয়ে না রেখে হাত বাড়িয়ে দিলেন আর্তের দিকে। এই আলো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এক মানুষ থেকে অপরজনে! প্রত্যেকদিন এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে!

নিজেকে নিজেই ছাপিয়ে যাওয়া এই বৃদ্ধিই আমাদের সামূহিক বিপর্যয়ের ধাক্কায় টালমাটাল মনকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে শেখাবে! এক বিষণ্ণ হাত যখন অন্য আরেক বিষণ্ণের হাত ধরবে, তখনই শুশ্রূষা পাবে ব্যাহত মন, উপশম নামবে সন্তপ্ত চৈতন্য জুড়ে! মানুষের নিজস্ব এক দুর্মর আশাবাদ এই জীবনযুদ্ধে হাল ছেড়ে না দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের মিথস্ক্রিয়া চালিয়ে নিয়ে যেতে শেখাচ্ছে প্রতিনিয়ত!

গ্রাস টেবিলে আমরাও এই ঝড়ের সম্মুখে আমাদের প্রাথমিক এলোমেলো, বিপর্যস্ত ভাব কাটিয়ে উঠেছি। আমাদের সংকল্প, ওঠা পড়ার এই অসামঞ্জস্যময় চলার পথে আমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখা! এই সংখ্যাতেও আমরা পাঠককে নিয়ে যেতে চলেছি ,গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ছবির রংধনুর দেশে।

সুস্থ থাকুন, সাথে থাকুন।

With Great Sadness
We Mourn the Covid Martyrs
Who Passed Away during this Pandemic
Our Kind Thoughts and Prayers
Are With Their Beloved Ones

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

Feature Writing

ফুরুক ও পলাশ, শ্রী দিবাকর দাস, পৃ: - ৭

Reflection on the Mysterious Co-incidence of Saint-Exupéry, Ms Joyee Banerjee, Page- 11

তর্ক বড় অসতর্ক, শ্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: - ১৫

Painting on the Wall

বিনীতা, পৃ: - ২২

Poetic Licence

মিলন, শ্রী শুভম চক্রবর্তী, পৃ: - ২৪

নারীদিবসের প্রাক্কালে, শ্রী অমিতদ্যুতি ঘোষ, পৃ: - ২৫

Photography, Mon Amour

Mr. D. K. Lakra, Page- 27

Ms Amrita Pal, Page- 29

Career Briefcase, Page- 31

Local academic News, Page-33

ফুরুক ও পলাশ

দিবাকর দাস

ফুরুক শব্দটা আমাদের সভ্য (?) সমাজে খানিক অপরিচিত। সে হল তাল পাতার দোনা। দোনা যাদের কাছে একটা নূতন শব্দ হিসাবে কানে বাজছে, তাদের জন্য... ত্রিশ বছর আগে আমরা ফুচকা খেতাম শাল পাতা মুড়ে বাটির মত বানিয়ে। তাকে বলে দোনা। বাচ্চারা কাঁঠাল পাতা মুড়েও এই হাতের চেটোর মত বাটি বানাতো তাদের রান্নাবাটি খেলার সময়। ফুরুক তৈরি হয় শাল পাতার বদলে পলাশ পাতা দিয়ে। তাতেই জমে তরল মহুয়ার ঝাঁজ আর নুন লঙ্কা পেঁয়াজের আনন্দভোজ। আধুনিক কাগজের প্লেট আর ঠোঙা ভুলিয়েছে আমাদের সভ্যতার সেই আবিস্কার। ফুরুকের সাথে জুড়ে আছে পলাশ ফুল। পলাশ আসে একবছরের সব পাতা ঝরিয়ে। সব ফুল ঝরে গেলে নূতন পাতা আসে গাছে আর হলদে সবুজ পাতায় গাড় রং লাগলে আসে ফুরুকের দিন। সেই পাতায় বানানো

শ্রী দিবাকর দাস
সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী

দোনা বা ফুরুকের কদর বাড়ে মহুয়া বা হাঁড়িয়ার নেশার সময়। সময় ফুরুকের প্রয়োজন নিশ্চিহ্ন করেছে। অপেক্ষা পলাশের... বাঙালি মননে পলাশের জন্ম সেই পদ্ম পুরাণে। কবির কল্পনায় অগ্নিদেব শাপভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীতে পলাশ রূপে জন্ম নেন। গল্পটা ভারি মজার।

ক) কাম ও গাঁজার নেশা

রিপুর টানাপোড়েনেই সৃষ্টি এই সমাজ ও তার জটিলতা। পুরাণকারের লেখণীতে এমনটাই ফুটে উঠেছে। গল্পের শুরু শিবের বেডরুমে। একদিন পার্বতী ও শিব সুরত ক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন। নানান ছলা কলায় সময় যাপন। মেয়েদের এই সময়টা একাগ্রতার সাধনা। শিবের কান্ডকারখানা দেখে বোঝা যাচ্ছে সেকালেও পুরুষ বহুভোগী। কামকলার উৎকর্ষতায় তার চাই নেশা। সে যুগে আর কোথায় হুইস্কি বা রাম, ওদিকে ভাঙ একা সেবন চলে না। সিগারেট -বিড়ি- চুট্টার জন্ম হয়নি। তাই তিনি ধরিয়ে ফেললেন গাঁজার কল্কে। সেসব কোথা থেকে কে সাপ্লাই করেছিল পুরাণকার লিখে যাননি। আর আমরাও নার্কোটিক্স ডিপার্টমেন্টের মতো উৎস খুঁজবনা। আমরা শুধু কল্পনায় দেখতে চাইব, ক্রীড়া চলাকালীন বাবাজীর কল্কে সেবন কী কী অঘটন ডেকে এনেছিল।

'পদ্ম পুরাণ' - এর উত্তর খন্ডের ১৬০ তম অধ্যায়...

"পার্বতীশিবয়োর্দেবৈ সুরতং কুর্বতোঃ কিল।
অগ্নিং ব্রাহ্মণবেশন প্রেষ্য বিঘ্নং কৃতং পুরা।।

ততস্তু পার্বতী ক্রুদ্ধা শাশাপ ত্রিদিবৌকসঃ।
রেতঃসেকসুখভ্রংশকম্পমানা তদা রুষা"।।

অর্থাৎ, 'পার্বতী ও শিব একদা সুরত ক্রীড়ায় রত ছিলেন, ব্রাহ্মণবেশী অগ্নি সে সময় বিঘ্ন সৃষ্টি করেন, সুরত-সুখে বিঘ্ন ঘটায় ক্রুদ্ধা পার্বতী অগ্নিকে শাপ দেন'। পুরাণের গল্পে সব পার্থিব ঘটনার মনুষ্য চরিত্রের সাথে মিল খুঁজে পরিবেশিত হয়েছে। এই যেমন গাঁজার কল্কেতে যে আগুনের শিখা তার সাথে কি অসম্ভব অনুকরণ প্রিয়তায় খুঁজে পাওয়া যায় পলাশের মিল। ওই আগুন(অগ্নি দেব) নাকি দেবাদিদেবের রতি ক্রীড়া লুকিয়ে দেখছিলেন। আর তাতেই শাপান্ত হলেন। নির্বাসন পৃথিবীতে। এমন সব বিদঘুটে

অভিশাপের ফলে আমাদের সভ্যতায় আরও অনেক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাদের জন্ম ছিল মনুষ্য বা পশু জন্ম। কিন্তু এক্ষেত্রে ফুল জন্ম। গল্পের মাঝে প্রশ্ন করতে নেই, তাই কেন কীভাবে এসবের মধ্যে ঢুকছি না। শুধু অনুভব করতে চাইছি, কী অসম্ভব স্বপ্নদৃষ্টি ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ থাকলে তবে দুয়ের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ঋষিদের রচনায় এই পুরাণের কথা, কেমন করে যে আধুনিক মনস্তত্ত্ব রচনা করে ভাবলে স্তম্ভিত হতেই হয়। সত্যিই তো কোন মেয়ে কামকলার সময় তৃতীয় সত্তার উপস্থিতি সহ্য করে ? সেই মুহূর্তে দেবাদিদেব শিবের অসহায় অবস্থাও যেন আমাদের অতি পরিচিত। কামাহত পুরুষের চিরন্তন চেহারা। দেবতার সামাজিকীকরণ। অগ্নিরুপী কল্কের আগুনকে পার্বতী বলছেন-

"ক্রিমিকীটাদয়োহপ্যেতে জনান্তি সুরতেঃ সুখম।
তস্মান্মন সুখভ্রংশদযুয়ং বৃক্ষত্বমাপ্স্যথ" ।।

অর্থাৎ, 'কৃমি কীট ও জানে সুরত-সুখের মর্ম, তুমি সেই সুখে বিঘ্ন উপস্থিত করেছ বলে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হবে'। না শুধু বৃক্ষ না, কল্কে আগুনে শিখার সাথে পলাশ কুঁড়ির মিলও যেন আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই যে ভাব রচনা, এমনটা তো আর অন্য কোথাও পাই না। অগ্নি বা নেশা সঙ্গমে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই তার এমন জন্ম হচ্ছে যে জন্মে কামকলার স্থান নেই। কাম অনুভূতির স্থান নেই। জন্ম আছে কিন্তু সে শুধুই অযোনি সম্ভূত জীবন। আমাদের পুরাণে এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে কাম কলায় বাধা দেওয়াকে অপরাধ হিসাবেই ধরা হয়েছে। এমনটা তো আছে মহাভারতের শুরুতেই।

খ) কাম ও মৃগয়ার নেশা

মহাভারতের মূল গল্পের শুরুতেই আমরা জানতে পারছি একবার মৃগয়াতে গিয়ে রাজকুমার পান্ডু এক সঙ্গমরত মৃগকে পাঁচটি বানে বিদ্ধ করে হত্যা করেন। আহত পুরুষ মৃগ নাকি এক ঋষি। কিমিন্দম মুনি। তিনি তখন পুত্রকামনায় হরিণ রূপে সঙ্গম করছিলেন। আহত মুনি বলেন, 'আমি লোক লজ্জার ভয়ে মৃগরূপ ধারণপূর্বক মৃগী-সঙ্গমে লিপ্ত ছিলাম। তুমি আমাকে উক্ত অতৃপ্ত অবস্থাতেই বোধ করলে। এতে তোমার ব্রহ্ম হত্যাজনিত পাপ না হলেও আমার অভিশাপে স্ত্রী- সঙ্গম কালে তুমিও দেহত্যাগ করবে।' ---- এর পরের ঘটনা আমাদের জানা। কিন্তু এই ঘটনাটাই যদি একটু তলিয়ে দেখা যায় তাহলে খান কতক প্রশ্ন তো মনে জাগেই।

১) একটা হরিণ বধ করতে পাঁচ বান কেন ? নাকি যা কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি বানের আঘাত থেকে প্রিয়া হরিণীকে রক্ষা করতে হরিণরূপী মুনি নিজের গায়ে সব আঘাত গ্রহণ করলেন।

২) মুনি হরিণ রূপ কেন ধরলেন ?

৩) হরিণী কি মুনির স্ত্রী ?

৪) অতৃপ্ত অবস্থা শুধু মুনির ছিল না, মৃগীরও থাকার কথা। তার কথা কবি ভুলে গেলেন কি ভাবে ?

৫) মুনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ তাই ব্রহ্মহত্যার কথা উঠছে। কিন্তু রাজকুমারের ব্রহ্মহত্যার পাপ কেন লাগবে না? লাগবে শুধু অতৃপ্ত প্রেমের হাহাকার।

এসব নিয়ে নিশ্চয়ই পরে কোনো পন্ডিত আলোচনা করবেন, আপাতত আমরা বিচার করব কামাতুর অবস্থায় ঘটা দুটি ঘটনার। প্রথম ক্ষেত্রে, নারীর অভিশাপে অগ্নিদেবের মর্তে আগমন। অন্য ক্ষেত্রে এক কামাতুর মুনির অভিশাপের কারণে পাঁচ দেবতার ঔরসে জন্ম পাঁচ দেব শিশুর। পাঁচ বাণের উল্লেখের সাথে এর কি কোনও যোগ আছে? নাকি উল্লেখ প্রক্ষিপ্ত ?

তবে যাই হোক, পলাশ নিয়ে যে গল্পের শুরু করেছিলাম, পলাশের মতোই তা ছড়িয়ে গেল অন্য ভুবনে। পলাশ শব্দের মতো। 'পলাশ' - সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী 'পল' শব্দের সঙ্গে 'অস' ধাতু যোগে কর্ম পদবাচ্যে অনপ্রত্যয়ান্ত পলাশ শব্দের অর্থ স্ত্রী লিঙ্গে বৃক্ষ ও রাক্ষস। আবার 'মেদিনীকোষ' - এ বলা হচ্ছে 'পলাশ' শব্দের শব্দের অর্থ হরিৎবর্ণ বিশিষ্ট অর্থাৎ সবুজ রং বিশিষ্ট। 'পল' শব্দের অর্থ পত্র বা পাতা, মাংস, গতি। তাই পলাশ শব্দের অর্থ পত্রময় বৃক্ষ, মাংস ভক্ষণকারী রাক্ষস বা গতির দ্বারা ব্যাপ্ত। আবার 'অস' ধাতু যখন আত্মনেপদী তখন তার অর্থ 'ব্যাপ্ত' হওয়া, 'অস' ধাতু যখন পরস্মৈপদী, তখন তার অর্থ 'খাওয়া'।

সবই বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো। এক চুমুকে গ্রহণ করা তরল মহুয়া জ্বলতে জ্বলতে নামবে উদরে। পাকস্থলীতে পৌঁছে যে ভুলিয়ে দেবে জাগতিক দুঃখ। ফুরুকে অবস্থানকালে যাকে নেহাতই সরল শান্ত মনে হয়েছিল। জারিত হলে সেই পৌঁছে দেবে কল্পনার জগতে... পরস্মৈপদী থেকে আত্মনেপদী...

Reflection on the Mysterious Co-incidence of Saint-Exupéry

Ms. Joyee Banerjee

The first time I read 'The Little Prince' by Saint Exupery, I was captivated by its illustrations that forced me to step out of my "intellectual" normativity and perceive visuals through the eyes and the imagination of a child. The author deeply feels the inability of humans to acknowledge what is of true value in their lives. He believes that since a child is free of inhibitions from the scientific and physiological world, its mind is more receptive to the multitude of emotions, feelings and other such sensations, whose values we find depreciating in our modern society. As a passionate aviator, Saint-Ex himself was a wanderer lost in the mysteries of the sky. In this novel, we find his imagination floating amongst the celestial bodies in inter-galactic space. The emergence and disappearance of the Little Prince, with his promise to come back again, can be considered a kind of spirituality that is not uncommon, but a sensation that binds one to the material and abstract realities of the world. To think that this same man was sent to the battlefield, and instrumented according to the megalomaniac tendencies of warlords, is not only heart-breaking but violence to humanity. A person who has touched countless hearts from across borders and languages for his humanitarian and philosophical

Ms. Joyee Banerjee
Writer, Independent Researcher

approach to life and arts was not exempted from being a puppet in the hands of state machinery and was finally executed by the same.

The book begins with a child's frustration with adults who miserably fail at connecting with his imaginative wavelength. Not even a single grown-up had been able to really 'see' through his picture of a snake that had swallowed an elephant, which was rather stupid of them, according to him. The striking difference between the artist's and the viewer's perception and imagination becomes apparent here. A question that is bound to arrive as one goes through these first four chapters of the book is, 'what is art?' As we embark on this journey of learning the histories of something that is not very well defined (scientifically speaking), this question keeps lurking behind the back of my head. On what some of us can agree is that art is a form of communication. If we consider cave paintings as one of the primordial arts, we can find resemblances of their lived experiences in the form of men dancing or hunting-- as can be seen in the cave-walls of Bhimbhetka, India. What we can assume from this is that even in during the initial phases of human evolution, humans felt the urge to share their stories. Their expression was in the form of lines and curves that wove an image before the eye, which has been of relevant significance, both then and now. Yet, the concept of 'art' is not as primitive as all that. It is much later that we started categorizing these stories as 'art', but they existed even before that. So what we can gather is that the concept of 'art', as we understand today, is a production of human civilization, more precisely the European Enlightenment. It can be a language with which we convey ideas; however, it is not only a mode of expression but also requires a certain amount of perception, to identify something as 'art'.

Seen from this aspect, we can say that art is all-pervasive. Apart from writing, painting, singing or sculpting, art is in our daily lives, more than we give it credit for. As living beings we are constantly in the process of communication, be it with other humans, animals, nature, or even with oneself! And this communication is constantly changing us, shaping our perceptions and formulating the fundamentals of our expressions. If the cave-paintings are today considered as 'art', then it is likely that the invention of fire was art; the invention of agriculture, machinery and the entire struggle for existence. Therefore, art can be considered a necessary tool for survival. However, art is not god. Art also belongs to the unholy and darker impulses of the mind. For example, a fine thief can excel in the art of stealing, and the planes that can be made to fly in the sky can also be made to destroy lives and cities. Art, maybe, lies in the eye of the beholder.

A piece of art is incomplete without its artist. It is only when we look at it through the contextual layer of the artist's perception, do we succeed in paying it its deserved value. Once we perceive the message on an artwork from the perspective and context of the artist, its position in the larger view of the societal framework gets clearer inside our head; what might have seemed to be a trifle, moments ago, starts metamorphosizing as a 'work of art'. Thus, a work of art is a continuous process that keeps going on as people discover and re-discover them at different space, time and language. Coming back to the story that we had started with, the fate of the great humanist, writer and artist, Exupery, as he disappeared one day while on a reconnaissance mission led by the Allied Forces in World War II. Though for a long time it was not known how he died, continuous research and fieldwork discovered a wrecked aircraft that contained

the bracelet with Exupery's name inscribed on it.

During World War II, the German troops that fought against the Allies had to face bitter consequences too. It too contained soldiers, who were equally free-spirited and believers in humanity. Many of them have been able to re-join their personal interests after the war was over. Amongst them, there was another Luftwaffe pilot, Rippert Horst, who was not only an avid reader of Exupery but also admired him as his hero. Exupery was his inspiration for learning to fly planes, even before the war had started. He says in an interview with the researchers, "He knew admirably how to describe the sky, the thoughts and feelings of pilots" (Nytimes.com). Though Horst was imaginative and creative to have felt the wonder in our author, he too was a scapegoat to the war and what is most tragic is that the aircraft that shot Exupery's was piloted by him. Even before the researchers could gather sufficient evidence to solve the mystery, Horst was aware of what he had done. The trauma that was inflicted on him thereafter, would leave a shadow for the rest of his life.

It is the tragedy of civilization that it is faced with such gruesome realities, it is a shameful failure on the part of humanity. What had the potential to create new lives and possibilities, was attacked, broken and dispersed.

The broken aircraft that brought down Exupery still lies underwater, probably a little modified with the years of ageing. Some people say that there's no point in searching the remains of the wrecks, as all the jewels are hidden away in his books. Yet, this discovery pushes us to the edge of realization that is more than just a toggle of historical anecdote. This is how an artwork continues to live and grow, even after years of its creation.

তর্ক বড় অসতর্ক

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

কোর্টমোড় শনি মন্দিরের কাছে একটা ছোট রাজনৈতিক দলের ভাড়া নেওয়া দু কামরার আস্তানা। একটা ঘরে পার্টি অফিস, অন্যটাতে নিজের দুটো মা-মরা মেয়েকে নিয়ে হোলটাইমার সুধাকরের বাস।মাটিতে বিছানা, দেওয়ালে আড়াআড়ি টাঙানো দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা জামা কাপড়,আর ঘরের এক কোণে পাম্পস্টোভে রান্নাবান্না।বড় মেয়ে শোভনা বি সি কলেজ থেকে বি এ পাস করে বাপের সংসার সামলায়।আড়ালে বাপকে পার্টির কাজে একটু আধটু সাহায্য করে। বিশেষ করে পার্টির পাক্ষিক মুখপত্র সদস্যদের বরাদ্দ মতো আলাদা করে গুছিয়ে রাখা, সদস্যরা নিতে এলে তাদের হাতে তুলে দেওয়া, টাকা পয়সার হিসেব রাখা,ঠিক সময়মতো কোলকাতায় সেসব পাঠাবার ব্যবস্থা করা- তার ভলান্টারি অ্যাসাইনমেন্ট। ছোট মেয়ে অহনা মণিমালা স্কুলে ক্লাশ ফাইভে পড়ে। দুবেলা পার্টি অফিসে হরেক মানুষের আনাগোনা। চায়ের ফরমাস খুব একটা হয়না।তবে সিঞ্চন এলে করতে হয়।সুধাকর বলে, সরব সিঞ্চন।সুধাকরের পার্টির কেউ নয়।সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে বেশ কিছুদিন ঝুঁকে থাকার পর ভিন্নতর বিশ্বাসের ভরকেন্দ্রে থিতু হবার চেষ্টা করছে। এসব সরস ব্যাখ্যা তার নিজেরই দেওয়া। সুধাকর রসিকতা করে বলে,বিতাড়িত মার্কসবাদী ইকোয়ালস টু যুক্তিবাদী মানবতাবাদী। কি সূত্রে যে দুজনের আলাপ কে জানে। এদিক দিয়ে যাবার সময় জানালায় উঁকি দিয়ে সুধাকরকে ফাঁকা দেখতে পেলেই গান গাইতে গাইতে ঢুকে পড়ে- পথে এবার নামো সাথি পথে হবে এপথ চেনা। আর সুধাকরও গলা তুলে গেয়ে ওঠে, আমি পথ

শ্রী রাজীব বন্দোপাধ্যায়
লেখক

ভোলা এক পথিক এসেছি। তর্ক শুরু হয় দুজনে। পার্টির হোলটাইমার হলেও সুধাকর কম কথার মানুষ। একমাত্র সিঞ্চনের সঙ্গেই রাজনীতি নিয়ে তর্ক করে। অবশ্য সে আর বলে কতটুকু? সুযোগই পায়না। সিঞ্চন একাই বলে যায়। তুখোড় বক্তা। শুনতে ভালো লাগে।পোড়খাওয়া মানুষ। প্রচুর অভিজ্ঞতা। প্রশ্ন করার জন্যই যেন পড়াশোনা করে। উত্তর নিজের মধ্যেই খোঁজে। আর তার অনুমোদনের জন্য কত লোকজনের কাছে যে ছুটে ছুটে যায়। পাতার পর পাতা লিখে যায়। সামান্য সংশোধনের জন্য কাটাকুটি না করে আবার গোটাটা লেখে। বেশ কিছু পত্র পত্রিকার সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে। তারা আগ্রহের সঙ্গে সেসব লেখা পড়ে। মুখে প্রশংসাসূচক অভিমতও দেয়। কিন্তু ছাপতে চায়না। এমনকি ছাপার কথা বলেও লেখা ফেরৎ দিয়ে দেয়। সিঞ্চন দুঃখ পায়না। হাসতে হাসতে বলে 'এ-ও এক ধরণের সংশয়াচ্ছন্ন মান্যতার নিয়মহীনতা।যেটা স্বীকার করছো সেটা প্রকাশ করতে পারছোনা। সুধাকরকে বলে, 'অসম বিকশিত মানব সমাজের নিয়মহীনতার সঙ্গে শ্রেণি সংগ্রামের যে একটা সম্পর্ক আছে, এটা তো স্বীকার করো?' তারপর সুধাকরের স্বীকার করা না করার তোয়াক্কা না করেই পাল্টা প্রশ্ন করে, 'এবার তুমি বলো,এই শ্রেণিসংগ্রাম অসম বিকশিত মানব সমাজের নিয়মহীনতার কারণ? না ফল?' শুরু হয় যুক্তি আর খন্ডন।আবার কখনো বলে,' রাষ্ট্রের সঠিক চরিত্র সংস্কারের জন্য এত যে তত্বকথা, মতবাদ,প্রয়োগকৌশল,নির্বাচন,বিপ্লব, অভ্যুত্থান- অথচ আদ্যিকাল থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে রাষ্ট্রের অমানবিক,অগণতান্ত্রিক, সামরিক,সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের কোনো পরিবর্তন যে হয়না, সেটা ভেবে দেখেছো? রাজনৈতিক দলগুলো কুশলী তৎপরতায় এই চরিত্রকে শুধু যে আত্মস্থ করেছে তা নয়,তারা মনে করে, তাদের সাফল্য এই চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। তোমার কি মনে হয়না, মানব জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন বা বিকাশের পথে রাষ্ট্রের এই ফান্ডামেন্টাল ক্যারেকটারটাই সব চেয়ে বড় বাধা? আর এই খানে পরিবর্তন আনাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।কিন্তু কিভাবে সেটা সম্ভব? তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারো। অনেক বড় ক্ষেত্র তো।স্ট্র্যাটেজিক ইউনিফরমিটি না থাকাই স্বাভাবিক। তর্ক আলোচনা এখন এই স্তরে হওয়া উচিত। তুমি সহমত হতে পারো, না হতেও পারো, আমার যেমন মনে হয়,ভারতবর্ষের মতন দেশে এটার জন্য পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইনসভাগুলোর তত্বাবধানে আর একটা স্বাধীনতা আন্দোলন হওয়া উচিত।

তাতে সমস্ত রাজনৈতিক দল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন,এমনকি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি নাগরিকের মতামত গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী কাজ। সার্বিক চিন্তার ভিত্তিতে সহমতে পৌঁছোনো সহজ নয়।কাউকে এড়িয়ে গেলে চলবেনা। দেখতে হবে,যেন, মানবিক স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ অগ্রাধিকার না পায়। তাড়াহুড়ো করে লোকদেখানো কিছু করতে গেলে আবার ভুল হবে।' সুধাকর প্রশ্ন করে, 'তাহলে আমরা সবাই যে এতটা পথ হেঁটে এলাম সেটা কি ভুল পথ? সবটাই পন্ডশ্রম হলো?' সিঞ্চন ভুরু কুঁচকে সিরিয়াস।'তা কেন? সঠিক বৈজ্ঞানিক সত্যে পৌঁছোতে গেলে অনেকগুলো প্রাক-বৈজ্ঞানিক স্তর পেরোতে হয়।গ্যালিলিও,কোপারনিকাসকে গ্রহণ করার পরেও কি টলেমিকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারো? সচেতনতার আগে প্রাক- সচেতন পর্বের অনুশীলন এখনো চলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই এসব ভাবনা শুরু হওয়া উচিত ছিল। কেউ করেনি,তা বলবোনা।তবে যারা করলে ভাবনার অনুশীলন সঠিক অভিমুখে কার্যকরী হতো তারা করেনি।ফলে একটা ক্ষমতার প্রতিযোগিতা শেষ হলে আর একটা ক্ষমতার প্রতিযোগিতা শুরু হলো। আর তুমি আমি সকলেই কতগুলো ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনৈতিক প্রশাসনের তৈরি করে দেওয়া কৌশলের কুম্ভীপাকে ঘুরে মরছি। হয়,মীটিং,মিছিল, নির্বাচন,নয় পাথর ছোঁড়া,বোমাগুলি, ভাঙচুরের বিদ্রোহ বা বিপ্লব। এই জিনিষ আর কতদিন চলবে? কমরেড, নবযুগ আনবেনা?' আর এই সব কথার মাঝে নীচু গলায় চায়ের খোঁজ করে। শোভনা একবারে দু তিন কাপ করে রাখে। অল্প অল্প করে বার বার দেয়। অভ্যেসটা, না বললেও, কি করে যেন শোভনা জেনে গেছে। চা, চারমিনার আর তুবড়ির মতো কথা। শোভনার কাণে আসে। নতুন ধরণের কথা।চিন্তা একটু উজ্জীবিত হয়।

সিঞ্চনের বয়স সুধাকর আর শোভনার মাঝামাঝি। ব্যবধান কমবেশি পনেরো বছর।সুধাকর একবার জিজ্ঞেস করেছিল,'বিয়ে করোনি কেন?' সহাস্য উত্তর – করেছিলাম তো। টেঁকেনি। যার নিজের মধ্যে এত ঝামেলা তাকে দুম করে একটা নিয়মের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে সে ভারসাম্য রাখে কি করে? মেস বাড়ির তক্তপোষেই আমাকে মানায়।'

নিয়মিত চা খাওয়ালেও বা আড়াল থেকে কথা শুনলেও শোভনার সঙ্গে

সিঞ্চনের বাক্যালাপ নেই। সুধাকর না থাকলে সিঞ্চন আসে না। একদিন এসেছিল।সুধাকর তখন পার্টির কাজে কোলকাতায়। রাতে ফেরার কথা। সন্ধ্যের মুখে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় মণিলালকে চোখে পড়েছিল।শোভনা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে।মণিলাল হাত নেড়ে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। সিঞ্চন এগিয়ে আসে।সুধাকরের দূর সম্পর্কের ভায়রাভাই মণিলাল। ফোড়ে টাইপের লোক।দিল্লী পার্টির এক কোলিয়ারী ইউনিয়ন লীডারের লেজুড়। দু একবার নেতার সঙ্গে দিল্লী গেছে।তার দৌলতে সুধাকরের কাছে এসে বুকনি করে যায়। মদ্যপানে আসক্তি আছে। কিঞ্চিৎ পরিচয়ের সুবাদে সিঞ্চন তার স্বভাব চরিত্রের খোঁজখবর রাখে।এগিয়ে এসে বুঝল,বেসামাল মনিলাল ঘরে ঢুকতে চাইছে। শোভনা রাজী নয়। সিঞ্চনকে দেখে খুশি হলোনা। বিদেয় করতে চাইল। সিঞ্চন চোখের ইশারায় শোভনাকে দরজা ছেড়ে দিতে বলল,আর নিজেও ঘরে ঢুকল। এর পর শোভনাকে বলতেই হয়,'আপনারা বসুন।আমি চা বসাচ্ছি।' মাতাল সামলাতে সিঞ্চনের বেশিক্ষণ লাগেনি। দিল্লীর প্রসঙ্গ তুলে দিতেই মিনিট কুড়ি একনাগাড়ে বকবক করে মণিলাল একটু ধাতস্থ হলো। সিঞ্চন সুযোগ বুঝে বলল,'চলুন ওঠা যাক।' মণিলাল হেসে বলল,'আমার যা অবস্থা। যেতে পারলে হয়। রাত দশটা নাগাদ একজনকে আসতে বলেছি।' সিঞ্চন থামিয়ে দিয়ে বলল,'আমি আপনাকে সাইকেলে চাপিয়ে বাড়ি দিয়ে আসছি। চলুন।' সাইকেলের রডে মোটাসোটা মণিলালকে বসিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট। শোভনা তখন ঘরের এককোণে অহনাকে পড়াচ্ছে।

এরপর সিঞ্চন আর কোনোদিন আসেনি। হয়তো সুধাকরের সঙ্গে ওর কথা ফুরিয়েছিল বা অন্য কোথাও দেখা হতো। সে যাই হোক, শোভনার কাছে একটু রহস্যময় লেগেছিল বৈকি। দু একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে দানা বাঁধছিল। সেগুলো তোলা থাকলো।

বছর পাঁচেকের চেষ্টার পর শোভনা একটা প্রাইমারি স্কুলে চাকরি জোটালে সুধাকর পার্টি অফিসের ভদ্রাসন ছেড়ে একটা ঘর ভাড়া নিল। মেয়ের বিয়ের কথা দু এক বার তুলেছিল। শোভনা গা করেনি। পার্টির লোকেরা সদস্যপদ নেবার অনুরোধ জানালে সুধাকর বলেছিল, 'তোর যা ইচ্ছে।' সিঞ্চনের যুক্তিগুলো মাঝেমাঝে মাথায় কিলবিল করে। বাধা হয়ে উঠতে পারে,এতটা গুরুত্ব না দিলে

আর শোভনার সদস্যপদ নেওয়ায় অসুবিধে হয়না।পার্টির পাক্ষিক মুখপত্রের বিলিবন্টনের দায়িত্ব সে স্বেচ্ছায় নেয়।পার্টিকর্মীদের মধ্যে তাদের বরাদ্দ অনুযায়ী কাগজ বন্টনের পর সে নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেশ কিছু কাগজ বিলি করে।পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার পাঠান্তর প্রতিক্রিয়া বা প্রকাশিতব্য লেখা সম্পর্কে কৌতুহল তৈরির জন্য আলাপ জমাতে হয়,মত বিনিময় করতে হয় যার ভিত্তিতে সম্পাদকীয় দপ্তরে নিয়মিত প্রতিবেদন পাঠাতে হয়। খুব উৎসাহ নিয়ে কাজটা করে। মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের বীজ রোপণ, সযত্ন লালন,এবং ক্রমশ তার বৃক্ষসম বিস্তারের সম্ভাবনা তাকে উত্তেজিত করে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন গ্রাহকও হয়েছে। নিয়মাধীন প্রক্রিয়ার প্রতি কুণ্ঠাহীন আনুগত্য নিয়ে কাজ করতে করতে সাফল্য পেলে সন্তুষ্টি বা আত্মপ্রসাদের পাশাপাশি নিয়মের প্রতি মান্যতা বেড়ে তো যাবেই। সিঞ্চনের তত্ব নিয়ে প্রশ্নের পাহাড় তৈরি হয়।

রিটায়ার্ড ব্যাঙ্ক কর্মচারী সুবিমল তার বহুদিনের গ্রাহক। সময় হাতে নিয়ে ওঁর কাছে যেতে হয়। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। ছেলেমেয়েরা দূরে। কাকিমার কাছে সাফল্যের, প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিচ্ছেদের, দূরবর্তীতার গল্প শোনে। নিজেও বলে, বোনের ভালো বিয়ে দেওয়ার গল্প, গর্ভকালে বোনকে কাছে এনে তাকে সেবা করার গল্প, আনাড়ি, অনভিজ্ঞ মেয়েকে তটস্থ বাবার মুহুর্মুহু হুঁশিয়ারির গল্প। আদর-দৃষ্টি-কাকিমা জিজ্ঞেস করেন,'তোমার সংসার করতে ইচ্ছে করেনা?' শোভনা জবাব দেয়,'সংসারই তো করছি কাকিমা।' কাকিমা স্নেহের হাত বুলিয়ে দেন গায়ে। কাকুর সঙ্গে এসব গল্প হয় না। সেখানে প্রশ্নের ফুলঝুরি।উত্তর দিতে দিতে প্রাণান্ত অবস্থা। কাকু সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেন। পার্টির কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর অসহিষ্ণু অসম্মতি এত তীব্র হয়ে ওঠে যে সম্পর্কের উষ্ণতা ভেদ করে অস্বস্তির কাঁটা বিদ্ধ করে। অসতর্ক মুহূর্তে শোভনা বলে ফেলে, 'এসব তো উচ্চ নেতৃত্বের বিবেচনা, আমরা আর কি করতে পারি?' কাকু ক্ষেপে লাল। কেন্দ্রীভূত গণতন্ত্র,সুযোগসন্ধানী নেতৃত্বের তাৎক্ষণিক লাভ-প্রত্যাশা, আর ধামাধরা সংগঠনের বাপান্ত করে ছাড়ে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে শোভনার নম্রস্বরে সিঞ্চনের কথার প্রতিধ্বনি। সুবিমল অনুমোদন তো করেই না,বরং পরস্পরবিরোধী বিশ্বাসের লালন ও সহাবস্থানের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতারণার অভিযোগ এনে তুমুল আক্রমণে উদ্যত হয়। শোভনা চমকে ওঠে। সুবিমলের স্ত্রী তখন ঘরে ঢোকে- 'শোভনাকে দেখার পরেও

তুমি কেন যে বলো, ‘দুচোখ ভিজিয়ে দেবার মতো সেরকম ভিখারী বা ভিক্ষুণী দেখিনি’- আসলে ওর ‘অখন্ড অধ্যায়’ তো তোমার জানা নেই।“নিজের সঙ্গে দেখা না করেই” যারা চলে যায় ‘অনায়াস মায়াবী মিছিলে’ ও কিন্তু তাদের মতো নয়।’ সুবিমলের কথা কুণ্ঠাবোধে বন্ধ হয়।

সিঞ্চনের জন্য শোভনার মনের মধ্যে জমিয়ে রাখা প্রশ্নের পাহাড় ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। স্তুপীকৃত পাথুরে ধুলো থেকে একটিই প্রশ্ন উঁকি দেয়। যদি কোনোদিন দেখা হয়, শোভনা ভেবে রাখে,সিঞ্চনকে জিজ্ঞেস করবে-আপনার রিপাব্লিকে এন আর সির বেসিক ক্রাইটেরিয়াটা কি হবে?

* তারক সেনের কবিতার নাম ও কবিতার লাইন গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে।

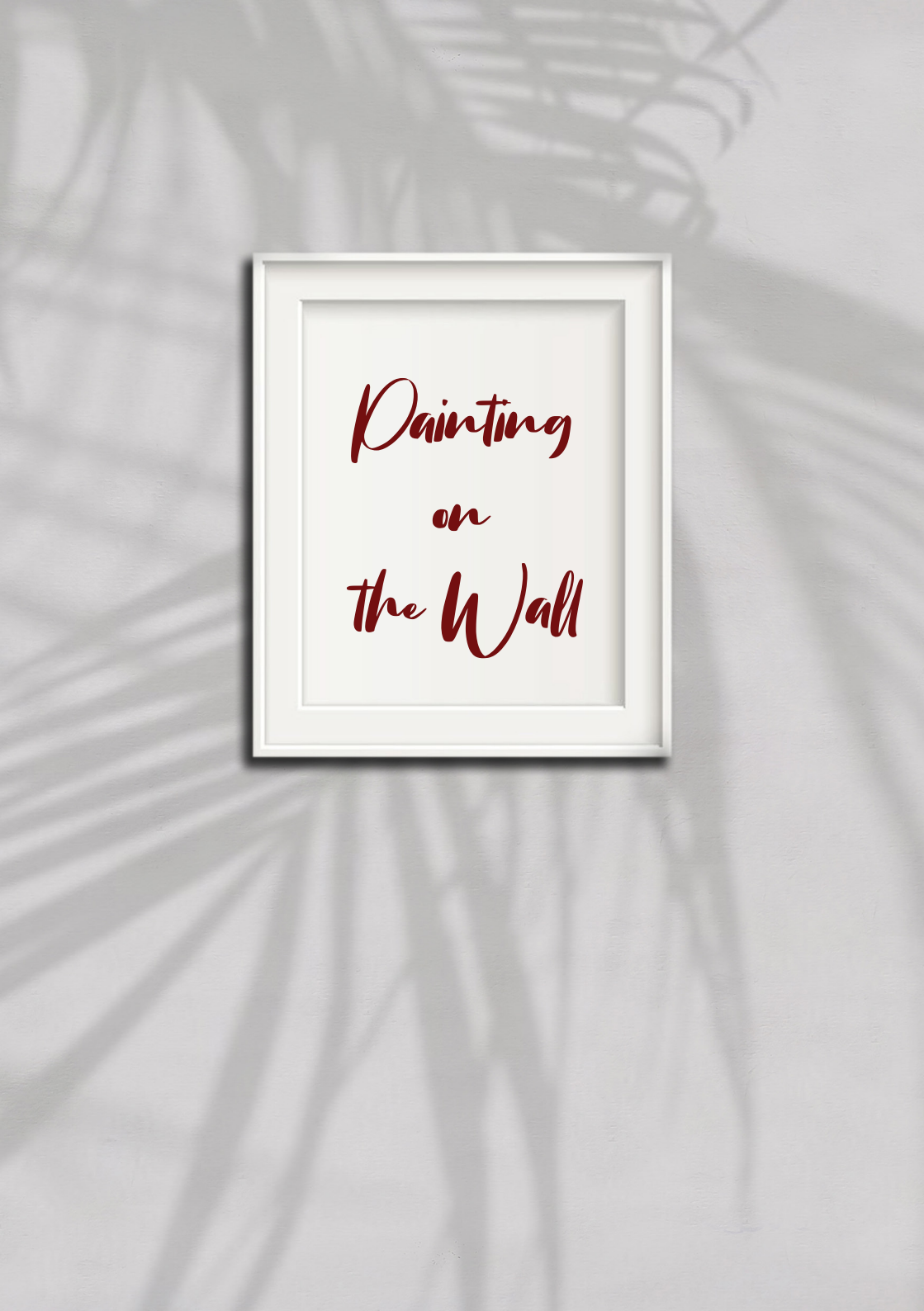
Painting
on
the Wall

বিনীতা
অধ্যাপিকা, বি.বি. কলেজ

“Always be yourself unless you can be a bird, then always be a bird...”

Title: Golden fronted leafbird (Chloropsis aurifrons)
Size: 8.4” x 6.5”
Media: Watercolor on Paper

Title: Scarlet finch (Carpodacus sipahi)
Size: 9.5” x 6.5”
Media: Water Colour on Paper

Poetic
Licence

শুভম চক্রবর্তী

মিলন

সন্ধ্যার গ্রামীণ মেলায়, চাবির রিং এ প্রেমিক লেখাচ্ছে প্রেমিকার নাম আর প্রেমিকা প্রেমিকের। কতশত বছরের পুরানো বটতলা থেকে হরিধ্বনি জাগছে। ভাঙছে শীত, আড়মোড়া। এসময় মাটির ভেতরে চলে যাই যদি অথবা অন্ধকারে, নিসর্গের কোনো পোড়াদাগে। তাহলে এসব থেকে খুব বেশি দূরে চলে যাব। যেমন শীতের পর চলে যায় শীত, স্পর্শ করে শরীরের ওম । সেরকম সরে যাওয়া কিন্তু আমি চাই না কখনো।

মৃত্যুর মতন ক'রে

একেবারে খাদের কিনারে এসে থেমেছো এখন। 'বিপ বিপ' শব্দ হয় বুকের কিছুটা কাছে ঘেঁষে। শ্বাস খুব ওঠেনামে। চলকে যায় যে কোনো ক্ষণিক যেন চলে যায় পথ চিনে নিয়ে। তাকে ডাকো। জিজ্ঞাসার মতো করে, সমাপ্তির মতো করে ডাকো। এবার অন্তত সে লতাপাতাজড়াজড়ি বাড়াক দু'হাত, এসে আমাদের সবাকার শেষের মৌতাতে।

শ্রী শুভম চক্রবর্তী
কবি

অমিতদ্যুতি ঘোষ

নারীদিবসের প্রাক্কালে

কোমল নামে আলতো করে ডাকি
নারীর চোখে সোহাগ মাখামাখি
তোমায় বলি ভীষণ ভালোবাসি
ঝর্ণা ঝরায় কুন্দ ফুলের হাসি ।

নারী তুমি শান্ত নদীর মতো
জলকে ছুঁলেই চলকে ওঠে রোদ
তোমায় দিলাম শীতল গৃহস্থালি
গন্ডীরেখায় জীবন দেখার বোধ।

পুরুষ তোমার বিশ্বভুবন খোলা
তোমার ঘামেই ভিজছে সারাবেলা
নারী শুধুই সুশীল সরলতা
ফাগুনরাতে কাব্যি লেখার খাতা!

নারীর কাছে স্নিগ্ধ শিশির খুঁজে
পুরুষ কেবল মিথ্যে জগৎ গড়ে
নারীর আছে অগ্নিক্ষরা স্রোত
মরুর বুকে সমুদ্র দেয় ছুঁড়ে ।

শ্রী অমিতদ্যুতি ঘোষ
শিক্ষক
বি বি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, কবি ও গদ্যকার

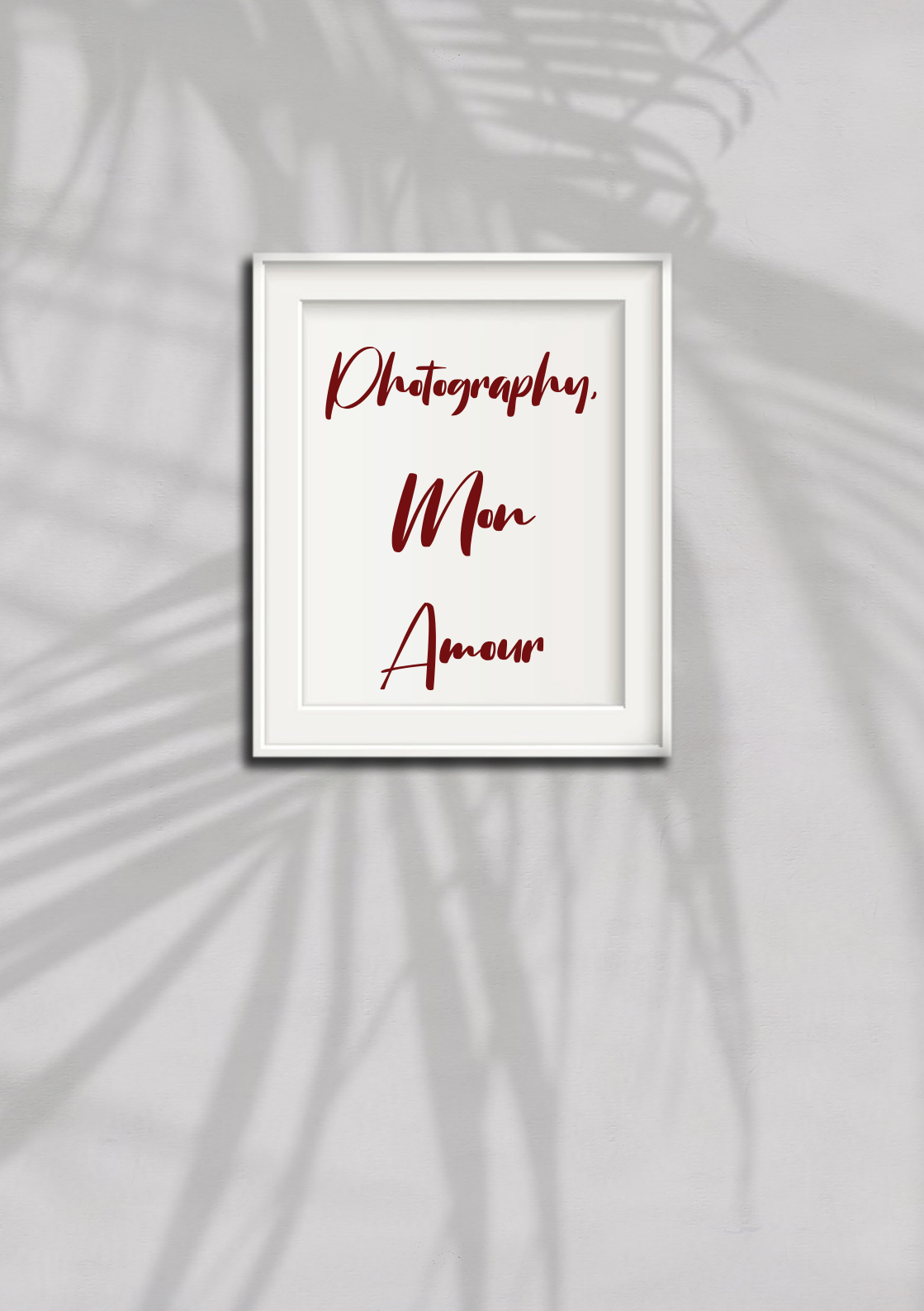
Photography,
Mon
Amour

Mr. D. K. Lakra, AGM
Steel Authority of India Limited
Photos captured @ Iceland

Ms. Amrita Pal
Assistant Professor, Department of Economics
B.B. College, Asansol

“প্রেম নেই, নববর্ষ নেই।
এভাবে বয়স বাড়ে, আলমারির পাশে ক্ষীণভাবে বেড়ে ওঠে
মানিপ্ল্যান্ট, রিলকের গোলাপ, আর পুরোনো স্তব্ধতা।”

-কালীকৃষ্ণ গুহ, মধ্যরাত্রির জন্য দু’টি কবিতা

Career
Briefcase

Employment News PDF versions

https://www.jobriya.in/employment-newspaper-this-week-pdf/#Download_Latest_Weekly_Employment_Newspaper_PDF_E-Version

Local
Academic
News

B. B. College, Asansol has signed an MOU with CSIR-CMERI, Durgapur

On the 21st of January 2021 at CMERI, Durgapur, B. B. College, Asansol had signed an MOU agreement with the CSIR-CMERI, Durgapur in order to felicitate hands-on training experience and capacity building in college students. The agreement has begun its academic journey of germination from the 4th March 2021. The College authority possesses a strong conviction that it would definitely mature into a giant tree with a strong and woody bark and green leaves. With the fruition of the MOU agreement and the first batch started its training from 4th March, B.B.College exposed its would-be science graduates to CSIR labs for the best outcomes where students would be groomed and trained by the best.

Basanta Utsav (the Spring Festival) celebrated

On the day of Dol Purnima, 28th March, the collections of lyrics, rhythms, and melodies as contributed by various colleagues and students were duly curated and offered online by the cultural committee of the college for the recreation of larger B.B.College family.

International Women's Day observed

International women's day was observed on 8th March 2021 in collaboration with Women's Cell, Banwarilal Bhalotia College, Nehru Yuva Kendra, Durgapur, and Lion's Club of Asansol. An online seminar was organized to discuss and deliberate on relevant issues pertaining to girl students and women. The speakers included Dr. Amitava Basu, Principal, Banwarilal Bhalotia College Asansol, and Ms. Madhumita Jajodia, Principal, Durgapur Women's College. The program also saw a drawing competition participated by forty-five students.

International Mother Language Day observed

International Mother Language Day was observed from the physical space of the college maintaining all Covid guidelines. The august program was organized jointly by the Cultural Committee and Department of Bengali. The day was suitably observed with dance performances prepared by students, musical renditions by various colleagues. And relevant speeches delivered by students and teaching and non-teaching colleagues, the recitations in Bengali, Hindi, Urdu, Rajbangshi, and Bhojpuri made the day wholesome.

The Department of Urdu, Banwarilal Bhalotia College Asansol organized a One Day State Level Seminar

The seminar on Wahshat kalkatvi: Hayat-o-Fun granted by NCPUL MHRD govt of India, Delhi organized on 25 February 2021. The Seminar was inaugurated by Prof. Damodar Mishra, Vice-Chancellor, Hindi University, Howrah, West Bengal, the key-note address delivered by Prof. S.S. Haseen Ahmad, HoD, VKSU, Ara, Bihar, welcome address was delivered by Prof. Dr. Amitava Basu, Principal, B. B. College, and Dr. Md. Mashkoor Alam (Mashkoor Moini) Assistant Professor & Coordinator, Department of Urdu conducted this session. After the Inaugural Session, the papers were presented by several Scholars on the concerned topic in the second and third Sessions. Many Students and literary personalities participated in the Seminar.

Department of Botany, B.B.College, Asansol started offering a Certificate Course on Mushroom Cultivation

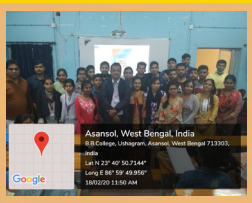

UG students from any discipline of Banwarilal Bhalotia College, Asansol, and also from other Colleges were welcome to attend the thirty-two hours course that held from 23. 02. 2021 to 26. 02. 2021. This courseware encompasses various facets of the mushroom culture. The said course would enable students to be self-reliant. Seventy eight students have enrolled for the Certificate Course of forty five hours of duration.

The Department of Physics observed the National Science Day

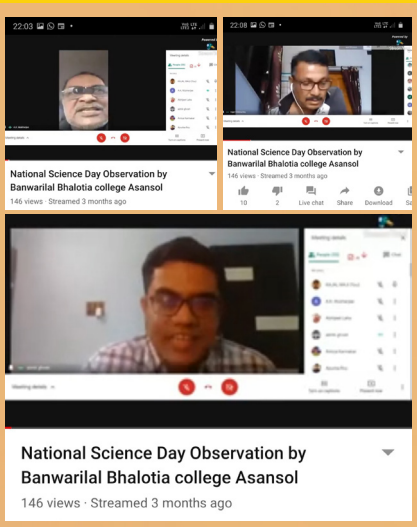

The Department of Physics, B.B. College, Asansol 28th February 2021 as National Science Day (NSD) to mark the discovery of "Raman Effect" by Indian Physicist and Nobel laureate Sir C V Raman and also to motivate the students and science aspirants. The program consists of two keynote addresses "the life of Sir C.V. Raman" & "Science literacy & its importance" delivered respectively by our faculties followed by a welcome address. The students, faculties from other departments and colleges, participants from other public domains have also attended the program.

Editorial Board

Dr. Amitava Basu, Editor-in-Chief
Principal
B.B.College, Asansol

Dr. Soma Chakraborty
Associate Professor
Department of Bengali
B.B.College

Sri Rajarshi Das
Librarian, Central Library
B. B. College

Dr. Santanu Banerjee
Assistant Professor
Department of English
Kazi Nazrul University

Dr. Arunabha Sengupta
Medical Practitioner and
litterateur

Contact Us

GT Rd, Ushagram,
Asansol, West Bengal
India - 713303,
0341-2274842, 2275414,
Fax No. : 0341-2274529,
e-mail : grasstableofb.b.college@gmail.com

Grass Table

Next Issue : Rain
Colour Theme : Green

Send your comments, suggestions and entries at
grasstableofb.b.college@gmail.com

Notes

- The contribution is open to all.
- You may consider sending your write up in not more than 1000 words
- Selected languages for submission : Bengali, English and Hindi
- The creative work should convey a Title and the mention of creative genre
- One person may send single entry for one issue.
- The submission needs to be accompanied by a photograph of the contributor and the mention of the affiliated institution
- Grass Table would not send any acknowledgement against any submission.
- The decision of editorial board is final in matters pertaining to publication